দৈনিক ইত্তেফাক

34

তারিখ 11 OCT 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

১০ মাস পরেও কর্তৃপক্ষ বলিতে পারেন না পরীক্ষার ফল কবে প্রকাশ করা হইবে!

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কলেজের মাষ্টার্স পরীক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর দীর্ঘ দশমাস অতিক্রান্ত হইলেও দশটি বিষয়ের ফলাফল আজও প্রকাশিত হয় নাই। সেশন জটের কারণে ১৯৯২ সালের এই পরীক্ষা গত বছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষায় আট সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। এই পরীক্ষার ফল কবে নাগাদ

(২য় পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

১০ মাস পরেও

(১ম পৃঃ পর)

প্রকাশিত হইবে কর্তৃপক্ষ উহা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না। ফলে ফলপ্রার্থীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। তাহারা হতাশায় ভুগিতেছে। প্রতিদিন শত শত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কক্ষে ভীড় জমাইতেছে। জানা গিয়াছে, অনেক পরীক্ষক নির্ধারিত সময়ে খাতা দেখিয়া নম্বরপত্র জমা না দেওয়ার কারণে এই বিলম্ব ঘটিতেছে। গত ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষা শেষ হইলে ঢাকায় এবং ঢাকার বাহিরের বিভিন্ন মাষ্টার্স কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট শিক্ষকদের নিকট খাতা প্রেরণ করা হয়। উহার পর অনেক দ্রুত খাতা দেখিয়া নম্বরপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট জমা দিলেও আজও কেহ কেহ খাতা দেখেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। ঢাকার ৩/৪ জন পরীক্ষক খাতা বাসায় রাখিয়া বিদেশে গিয়াছেন বলিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ আসিয়াছে।

যে বিষয়গুলির ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই তাহা হইতেছে বাংলা, ইংরেজী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও ইসলামের ইতিহাস (কঃ গ্রুপ)।

জানা গিয়াছে, সম্প্রতি পদার্থবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ফল প্রকাশ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ঢাকা কলেজ হইতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মাত্র ১ জনের ফল প্রকাশ করা হয়। অন্যদের ফল অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বাতিল করা হইয়াছে। একই অভিযোগে জগন্নাথ কলেজের মনোবিজ্ঞানের ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর ফল বাতিল করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর মাত্র ১টি মাষ্টার্স ব্যাচে ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। তাহাদের পরীক্ষা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইবে।

এব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান বলেন, পরীক্ষকদের খামখেয়ালিপনার কারণে ফল প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। পরীক্ষকরা যথাসময়ে খাতা দেখিয়া নম্বরপত্র পাঠান না। একটি বিষয়ের সম্পূর্ণ নম্বরপত্র আমাদের হাতে পৌঁছিলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে যাচাই-বাছাই করিয়া ফল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।